তারিখ 21 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে দিনভর সংঘর্ষ আহত ১০

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে সকাল থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষে ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হলে ব্যাপক তাণ্ডব চালানো হয়। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। পুলিশ সংঘর্ষ থামাতে টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। তার পরেও পুলিশের

দিনভর : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

দিনভর : সংঘর্ষ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিতিতেই চলে ছোরা রামদা নিয়ে দু গ্রুপের মহড়া। দুপুর ১২টা থেকে সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারন এবং দু গ্রুপের মহড়া চললেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহকারী প্রক্টর হলের প্রভোস্টসহ কাউকেই ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি। নিরাপত্তার অভাবে শেখ মুজিব হলের শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে অনত্র আশ্রয় নিয়েছে।

পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শী ও শিক্ষার্থীরা জানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হলে খাবার নিয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান শিশির এবং সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসানের ক্যাডারদের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এ ঘটনায় সভাপতি সমর্থক আজিজুল হাকিম রাসেলকে সাধারণ সম্পাদকের সমর্থকরা ক্যাম্পাসে একা পেয়ে মারধর করে এতে তার মাথা ফেটে যায়। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রলীগের সভাপতি শিশিরের নেতৃত্বে দলের নেতা কর্মীরা ছোড়া রাম দা সহ বিভিন্ন অস্ত্র সজ্জ নিয়ে শেখ মুজিব হলে হামলা চালায়। এ নিয়ে দুগ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এ সময় হলে প্রবেশ করে প্রথম তলা থেকে ৪ তলা পর্যন্ত বিভিন্ন কক্ষে ব্যাপক ভাংচুর করে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। এ সময় অল্প সংখ্যক পুলিশ থাকায় তারা কোন কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

দিনভর তান্ডব চললেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর শাহিন রহমান সহ কোন সহকারী প্রক্টরকে ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে। একই ভাবে বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক কমলেস রায় সহ কাউকেই দেখা যায়নি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড, নুর উন নবী ক্যাম্পাসে অবস্থিত তার বাসভবনে থাকলেও তাঁকে কোন ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচুক কয়েকজন সহকারী প্রক্টর ও সহকারী প্রভোস্ট জানান ছাত্রলীগের ক্যাডারদের হাতে কারা নিরাপদ এটাই এখন বড় প্রশ্ন। তারা নিরাপত্তার কারনে ক্যাম্পাসে আসেননি বলে জানান।

তবে সন্ধ্যা ৬টা ১ মিনিটে বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক কমলেস কুমার হলে আসেন। এ ব্যাপারে তিনি কোন কথা না বললেও সহকারী প্রভোস্ট আপেল মাহমুদ জানান পুরো বিষয় লিখিত আকারে উপাচার্যকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়ে বলেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মোবাইল ফোনে সহকারী প্রক্টর আপেল মাহমুদ জানান পুরো ঘটনা তদন্ত করতে বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক কমলেস কুমারকে প্রধান করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সদস্যরা হলেন সহকারী প্রক্টর বকুল চক্রবর্তী, আখতারুল ইসলাম ও শিক্ষক বিপুল কবীর। কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে বলে জানান তিনি।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্ধা সাড়ে ৬ টা বঙ্গবন্ধু হলে অবস্থানকারী ওই হলের প্রভোষ্ট সহ কয়েকজন শিক্ষককে বাইরে থেকে তালা মেরে আটকিয়ে রেখেছে ছাত্র লীগের সভাপতি সহ তার সমর্থকরা।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ এস আই শফিক জানান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১২ রাউন্ড রাবার বুলেট ও বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার সেল নিক্ষেপ করা হয়েছে।